আজকের কাগজ

তারিখ 30 OCT 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

199

ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাসে দু'জন ছুরিকাহত

চাপা উত্তেজনায় কেটেছে গতকাল খোলার পর আরো সংঘাতের আশঙ্কা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ গত ২৭ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর গতকাল মঙ্গলবার দু'জন ছাত্র ছুরিকাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে আলী হোসেন লিটন মহসিন হল এবং কামাল উদ্দিন সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র। ছাত্রলীগ (আ-অ) দাবি করেছে, এদের দু'জনই তাদের সংগঠনের কর্মী। এছাড়া গতকাল ক্যাম্পাসে আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। তবে ক্যাম্পাসে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিপুলসংখ্যক পুলিশ-বিডিআর এখনো ক্যাম্পাসে মোতায়েন রয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা কমেনি। হলের ছেলেমেয়েরা ক্যাম্পাসে আনাগোনা কম করছে। অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। সূর্যাস্তের পরপরই বাইরে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের হলে ফিরে যেতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পরপরই ক্যাম্পাস এলাকা ফাঁকা হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। এদের কারো একটি বা দু'টি পরীক্ষা হয়েছে। বাকিদের এরমধ্যে শুরু হবার কথা ছিলো। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ক্লাস এবং পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করেছেন। কিছু পরীক্ষার্থী এতে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। এদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয় খুললেই আবার সশস্ত্র সংঘাত শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতশত সাধারণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও এই সংশয় রয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই কথা বলে জানা গেছে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার বিরোধী। তাদের মতে, বন্ধ করে কখনো সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নেতার সঙ্গে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে কথা বললে তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাস দমনের ব্যাপারে সরকার ও রাজনৈতিক সংগঠনের আন্তরিকতাই যথেষ্ট। আমাদের কিছু করার নেই। তিনি উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে তিনদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানান।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেননি বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাসে এখনো বিপুলসংখ্যক দাঙ্গা পুলিশ এবং বিডিআর মোতায়েন রয়েছে। ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এখনো শোকার্ত। ছাত্রলীগ (আ-অ) একটি সূত্র দাবি করেছে, তাদের সংগঠনের কর্মীদের প্রহার এবং হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। খবর নিয়ে দেখা গেছে, ছাত্র সংগঠন দু'টির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত হলগুলোতে প্রতিপক্ষের কেউ আর উপস্থিত নেই। এদিকে গত রোববারের ঘটনায় সবচেয়ে আতঙ্কিত হয়েছে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রীরা। কারণ তারা সচরাচর এ ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে কম।